জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা আষাঢ় বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 17th June, 1953 | ৫ম সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬০ সাল

১৬ই জুন

—•—

বঙ্গমাতার পক্ষে এই তারিখটি বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই তারিখে তাঁহার দুইটি মাণিক হারাইয়া দুঃখিনী বঙ্গমাতার ভাঙা কপাল আরও ভাঙিয়াছে। একটি রত্ন আটাশ বৎসর পূর্ব্বে মায়ের কোল শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আর একটি উজ্জ্বল রত্ন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে এই ১৬ই জুন তারিখেই মায়া কাটাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শুধু বাঙলার নয় ভারতের রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ব্যবহার-জীবীরূপে অগ্নিযুগের আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে গভীর আইন জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন তাহা জগতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় পৃথিবীর মধ্যে সেকালে যে কয়জন ব্যারিষ্টার অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। আইন ও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যেমন প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, নৈতিকক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সুবিচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাও পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য। তাঁহার পিতার চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ ছিল,—তিনি ইন্‌সল্‌ভেন্সী Insolvency অর্থাৎ ঋণশোধনে অসামর্থ্য জানাইয়া আইনাশ্রয়ে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সে ঋণ পরিশোধ করিতে কোনমতেই বাধ্য ছিলেন না। পাকা আইনজ্ঞ হইয়াও তাঁহার বিবেক তাঁহাকে নিজের বিচার করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া পিতার পাওনাদারদের ডাকিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। তাঁহার নৈতিক বিচারের কাছে আইনসঙ্গত বিচার হার মানিতে বাধ্য হইল। এ হেন নৈতিক জ্ঞান মানুষের থাকিলে পৃথিবী স্বর্গ হইত।

দেশবন্ধু দার্জ্জিলিঙে যে "ষ্টেপ-এসাইড" নামক ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সেই ভবনটি জাতীয় সম্পদ-রূপে ক্রয় করিবার জন্য যে আনুমানিক মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৫ই মে পর্য্যন্ত স্মৃতিভাণ্ডারে ২,৯৬,৮৪৮।১১ পাই অর্থাৎ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত বঙ্গ সন্তান ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙলা মায়ের অঙ্কে আবির্ভূত হন ১২৬৮ সালে আর দেশবন্ধু আবির্ভূত হন ১২৭৭ সালে। প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা বয়সে ৯ বৎসরের বড় হইলেও, তাঁহার তিরোভাব হয় দেশবন্ধুর তিরোভাবের ১৯ বৎসর পর। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া না পড়িলেও তাঁহার দেশপ্রেম ছিল অফুরন্ত এবং অকৃত্রিম।

আমরা এই ১৬ই জুন তারিখে তিরোহিত মহাপুরুষদ্বয়ের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে সকলকে অনুরোধ করি। এই প্রকার তর্পণই তাঁহাদের আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবে।

বিহারে ১০ লক্ষ কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ৮ লক্ষই ভুয়া!

বিহারে কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীখান্দুভাই দেশাই ও আচার্য্য বদ্রীনাথ বর্ম্মা যে তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, সমগ্র বিহারে সাড়ে দশ লক্ষ সদস্যের মধ্যে মানভূম ও অন্যান্য জেলায় ভুয়া সদস্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিহার কংগ্রেস জিন্দাবাদ!

জঙ্গিপুরে সারা জেলার আর-এস-পি সম্মেলন

—•—

গত ১৫ই জুন জঙ্গিপুরের পারে বহু জনসমাগমের মধ্যে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলা গত সাধারণ নির্ব্বাচনে আবাল্য ত্যাগী দুঃখের 'রিহার্সাল' দেওয়া আর-এস-পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে পার্লামেণ্টের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করিয়া আর-এস-পি'র যথেষ্ট সম্মান করিতে ত্রুটি করে নাই। বক্তৃতা যাহা করা হয় বা করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বলার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। রাজত্বের গদীতে গদীয়ান কংগ্রেস মোটের উপর কম ভোট পাইয়া বামপন্থী দলগুলির ঐক্যের অভাবে যা খুসী তাই করিয়া চলিয়াছে। বৈশাখ মাসে, কোন নগরে বা গ্রামে পৃথক পৃথক পাড়ায় পৃথক পৃথক দলে নগর কীর্ত্তন বাহির করিয়াও যেমন মাসের শেষে সব দল একত্রিত হয়ে একই ধূয়ো ধ'রে ধুলট বাহির করে তেমনি সব বামপন্থী দল একত্রিত হইয়া "শমন দমন যাতে হবেরে ভাই" বলে সারা ভারতে ধুলটের মাতান বাহির করে তবে বামপন্থীর ঐকতানে কংগ্রেসের বিধি বাম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেখানে যেখানে উপনির্ব্বাচন হইতেছে, প্রায় সব স্থানেই কংগ্রেসের সম্মান দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়—যে দেশের হাওয়া কোন্ দিকে।

জঙ্গীপুর কলেজ

(গভর্ণমেণ্ট-পরিকল্পিত)

আই, এস্-সি; আই, কম; আই, এ, পড়ান হয়। সুদক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী। টিউটোরিয়াল ক্লাসের বিশেষ ব্যবস্থা। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক। আই, এ, (কমার্স সহ) —৬৭% এবং আই, এস্-সি—৪১%। মেধাবী ছাত্রদের জন্য প্রচুর কনসেশান ও ষ্টাইপেণ্ড। গত বৎসর মোট ৭০০০৲ গভর্ণমেণ্ট ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। হষ্টেলের সুব্যবস্থা। খরচ অপেক্ষাকৃত কম। হষ্টেল ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলায় সদর রাস্তার উপরে যে বাড়ীতে এগ্রিকালচার অফিস আছে সেই দ্বিতল বাড়ীটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদুর্গাপদ দে

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী কাপড়ের দোকান।

আর লোক নাই!

দেশের অনেক লোকের মুখেই শোনা যায়, বিধান রায় ভিন্ন সারা বাংলায় এমন লোক নাই যে প্রধান মন্ত্রীর পদে বসে। দেশের কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া জমা-খরচ ঠিক না বেঠিক, যিনি ধরিয়া দেন, সেই একাউন্টেন্ট জেনারেল সাহেব, প্রধান মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে যেসব বিভাগ, তা'র অনেকগুলির যেমন, মাটির ভিতর রেল, ষ্টেট বাস অর্থাৎ পরিবহন বিভাগ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিভাগ প্রভৃতির জমা খরচের কোন সন্তোষজনক হিসাব না পাইয়া ষ্টীমারের জলমাপা খালাসীর মত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"থাও মিলে না!" "দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী" নামে বিখ্যাত শ্রীপ্রফুল্ল সেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট ২১০০০ হাজার ভোটে পরাস্ত হইয়া কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় পাশ করার মত জেলা বোর্ড মিউনিসিপালিটির ভোটে নির্ব্বাচিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানের বিধানে তিনি ভিন্ন খাদ্য মন্ত্রীর পদের উপযুক্ত লোক আর নাই বলিয়া তাঁহাকেই খাদ্যমন্ত্রী বাহাল করা হইল। কিছুদিন আগে তিনি বলিয়াছেন বাঙলায় প্রচুর খাদ্য মজুত, এখন আবার বলিতেছেন কয়েকটি জেলায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া বহু লক্ষ লোক কষ্টে আছে। কিদোয়াই বলেন দেশে খাদ্যাভাব মিটিয়া গিয়াছে, খাদ্যের দাম ক্রমশঃ কমিবে। লোকে বলে প্রফুল্ল সেন লেভী, কর্ডন, হোর্ডিং তিন ব্রহ্মাস্ত্র ইচ্ছামত প্রয়োগ করিয়া চাউলের দাম বাড়াইতে পারিয়াছেন। বামপন্থীরা কি এই দাবার চাল ধরিতে পারেন না? সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য—"আর লোক নাই।"

মেঘা-দূত

মেম—জলদী করো ম্যান্
বুরুস্‌করা পুরুষ—আপনি বাঙালী,
বাঙলায় বলুন, বাঙলায় আছে জ্ঞান।
মেম—তোমার নাম কি মেঘা?
বুরুস—ইয়েস ম্যাডাম, খবর
আচ্ছা, মেরে পাস হ্যায় দেগা।
মেম—খাসা অভিনেতা, ভারী এক্সপার্ট,
বলিহারী অদ্ভুত!

বুরুস—কালি বুরুস বেশে
মেঘা-মুচি আমি
হুজুরের মেঘা-দূত।
মেম—বাত খুব মিঠি-মিঠি
মুখের কথায় শেষ, না, সঙ্গে
রহিয়াছে কোন চিঠি?
বুরুস—খাম আছে রঙ ব্লু—
ডাকের বাক্স বাম দিকের
শ্রীচরণ কমলে—সু।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের

উদ্বাস্তু তহবিলে

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত "জঙ্গিপুর সংবাদের" নিলামের ইস্তাহার প্রকাশের লভ্যাংশ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তদনুসারে গত নবেম্বর (১৯৫২) হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ছয় মাসে যে ২৩২৲ দুই শত বত্রিশ টাকা দিয়াছেন, তাহার প্রথম চারি মাসের প্রাপ্ত রসিদের ফটো ব্লক (মিনিয়েচর) এবং শেষ দুই মাসের নকল দেওয়া হইল।

D.O. No 5030G
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
3rd November, 1952

Dear Sir,

The Governor desires me to acknowledge receipt of a sum of Rs.50/-(Rupees fifty)only donated by you to his Refugee Relief Fund and to convey his sincere thanks for the same.

Yours faithfully,
P B Sen Gupta
(P.B.Sen Gupta)
Dy.Secry.to the Governor.

Sri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sangbad Karjayloy, Pandit Press,
P.O. Raghunathganj,Murshidabad.

D.O.No. 6405 G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
9th December, 1952.

Dear Sir,

The Governor desires me to acknowledge receipt of a sum of Rs.32/-(Rupees thirtytwo) sent by you and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H C Sen
(H.C.Sen)
Secry.to the Governor.

Shri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sambad Karjaloy,Pandit Press,
P.O. Raghunathganj.(Murshidabad)

D.O. No. 350-G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
17th January, 1953.

Dear Sir,

I am desired by the Governor to acknowledge receipt of a sum of Rs.25/- remitted by you and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H C Sen
(H.C.Sen)
Secretary to the Governor.

D.O No. 1189-G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
27th February, 1953.

Dear Sir,

I am desired by the Governor to acknowledg receipt of a sum of Rs.45/-(Rupees fortyfive) remitted by moneyorder and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H C Sen
(H.C.Sen)
Secry.to the Governor.

Shri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sambad Karyalaya,
Pandit Press,P.O.Raghunathganj,Murshidabad.

D.O. No. 2569G.
Secretary to the Governor
West Bengal
Raj Bhavan,
Calcutta,
16th April, 1953.

Dear Sir,
I am desired by the Governor to acknowledge receipt of a sum of Rs. 40/- (Rupees forty) remitted by money order and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H. C. Sen
Secry. to the Govenor.

Shri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sambad Karyaloy
P.O. Raghunathganj,
Dt. Murshidabad.

D.O. No. 3030G.
Secretary to the Governo
West Bengal
Raj Bhavan,
Calcutta,
The 1st June, 1953.

Dear Sir,
I am desired to ackn
ledge with thanks the rec
of Rs. 40/- (Rupees for
only by Money Order bei
your donation to the Gov
nor's Refugee Relief Fund

Yours faithfully,
P. N. Dut
For Dy. Secretary to
Governor.

Shri Sarat Chandra P
Jangipur Sambad Kar
Pandit Press,
P.O. Raghunathgan
Murshidabad.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে জুলাই ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১০৬ খাং ডিঃ ভূপেন্দ্রমোহন সরকার কমন ম্যানেজার দেং ভূপেন্দ্রকুমার সেন দিং দাবি ৫৯৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ৪২নং কিসমত্যাদি পত্তনী জমা ৩৯৮/০ আঃ ৪০৲ খং ১১৮ এবং তদধীনস্থ খতিয়ান সমূহ।

১০৮ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং সেখ খোরসেদ হোসেন দাবি ১৯৮৵৯ থানা ফরক্কা মৌজে বেণ্ডয়া ১-৩৫ শতকের কাত ৩৵৩ আঃ ৯৲ খং ৮১৫ রায়ত স্থিতিবান।

১০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং বিনোদ মণ্ডল দিং দাবি ২২৮/০ থানা ঐ মৌজে গোবিন্দরামপুর ৪৭ শতকের কাত ১॥/৬ আঃ ৫৲ খং ৫২ ঐ স্বত্ব

১১০ খাং ডিঃ ঐ দেং বিনোদ মণ্ডল দাবি ৩০।/৯ মৌজাদি ঐ ১০১ শতকের কাত ১॥/৬ আঃ ১২৲ খং ৫৩ রায়ত মোকররী

১২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং নীরোদবালা দাসী দাবি ১১।৵৬ মৌজাদি ঐ ২৪ শতকের কাত ॥০ আঃ ২৲ খং ৩৯২ ঐ স্বত্ব

১২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঘিশু মণ্ডল দাবি ১৭॥৵৯ মৌজাদি ঐ ৬৮ শতকের কাত ১।৵৯ আঃ ৫৲ খং ১১৯ রায়ত স্থিতিবান

৪ অন্য ডিঃ ইউনুস সেখ দেং শ্যামাপদ গোস্বামী দিং দাবি ১২৮৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা ৭-২৪ শতকের কাত আঃ ১০৲ খং ২৭০

৭ মনি ডিঃ আসিয়াতুন বিবি দেং আবদুল হাসিম সেখ দাবি ৩৫৮।৵১০ থানা সাগরদীঘি মৌজে দক্ষিণ দেবগ্রাম ১-২১ শতকের কাত ১৮৵৩ আঃ ২০৫৲ খং ১০৮ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে বেড়গ্রাম ।২॥০ মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি আঃ ৫২৲

১০ স্বত্ব ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং সেবাইত নির্ম্মল মুখার্জ্জী মৃত্যান্তে প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৫৯৮০ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৩৯ শতকের কাত ২৫॥০ আঃ ২৫৲ খং ১২ অধী- খং ৩৩৭।৩৩৮

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—
শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)